ÔB›Uvib¨vkbvj wµwgbvj †Kv‡Ui c¶ivó n‡j Avgv‡`i AvBb¸‡jv AvšÍR©vwZK gvb ARb Ki‡eÕ

ড. আহমেদ জিয়াউদ্দিন

আহ্বায়ক, এশিয়ান নেটওয়ার্ক ক্রিমিনাল কোর্ট

ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট (আইসিসি) নামে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত কাজ শুরু করেছে ২০০২ সালে। বিভিন্ন দেশে গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ ও আগ্রাসনমূলক অপরাধের শাস্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে এ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো এ আদালতের প্রধান উদ্যোক্তা হলেও যুক্তরাষ্ট্র বরাবর এর ঘোর বিরোধী। বাংলাদেশ এই আদালত প্রতিষ্ঠার চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও এখনো পক্ষরাষ্ট্র হয়নি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশী আইনজীবী ড. আহমেদ জিয়াউদ্দিন এশিয়ান নেটওয়ার্ক ক্রিমিনাল কোর্টের আহ্বায়ক (এশিয়ান রাষ্ট্রগুলোকে এ কোর্টে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে গঠিত নেটওয়ার্ক)। ড. আহমেদ জিয়াউদ্দিন এ সংক্রান্ত একটি সেমিনারে যোগ দেয়ার জন্য সম্প্রতি এসেছিলেন ঢাকা। তার সঙ্গে কথা বলেছেন বদরুল আলম নাবিল

সাপ্তাহিক ২০০০: ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট কি ধরনের অপরাধ নিয়ে কাজ করে?

ড. আহমেদ জিয়াউদ্দিন : আইসিসি চারটা অপরাধ নিয়ে কাজ করবে। এগুলো হচ্ছে- গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ ও আগ্রাসনমূলক অপরাধ। এ চারটার মধ্যে আগ্রাসনকে এখনো তারা সংজ্ঞায়িত করতে পারেনি, সেজন্য তারা আপাতত তিনটি অপরাধ নিয়ে কাজ করছে। এখন কোনো ঘটনা একটা দেশে ঘটল, যেটা কি না এই তিনটা অপরাধের মধ্যে পড়ে, কিন্তু সেই দেশ ঐ অপরাধের কোনো প্রকার তদন্ত বা বিচার করলো না কিংবা রাষ্ট্রের ভঙ্গুর অবস্থার কারণে বিচার করতে পারলো না। সে ক্ষেত্রে আইসিসি ঐ অপরাধের তদন্ত এবং বিচার করবে।

২০০০ : আইসিসি বর্তমানে কোন কোন কেস নিয়ে কাজ করছে এবং এগুলোর বিচারকাজ কিভাবে সম্পন্ন করবে?

জিয়াউদ্দিন : বর্তমানে কোর্ট ৩টা কেস নিয়ে কাজ করছে। যেটাকে আমরা কেস বলি না, পরিস্থিতি বলে থাকি। উগান্ডা, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো এবং সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক থেকে তিনটা পরিস্থিতি পাঠানো হয়েছে কোর্টকে। কোর্টের প্রসিকিউরেটর তদন্ত করে দেখবে যে এই ৩টার ক্ষেত্রে কি ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাগুলো যদি গণহত্যা, মানবতা ও যুদ্ধাপরাধ- এই তিনটার কোনো একটা অপরাধের মধ্যে পড়ে আইসিসি সেই অপরাধের বিচার করবে। এরপর প্রসিকিউটর যেটা দেখবে সেটা হচ্ছে কোন কোন অপরাধ ঐ পরিস্থিতিতে ঐ দেশে হয়েছে এবং তারপর দেখতে হবে কারা দায়িত্বে ছিল, কি করেছে তারা। আইসিসি কিন্তু কোনো রাষ্ট্রকে অভিযুক্ত করছে না, অভিযুক্ত করছে ব্যক্তিকে। অর্থাৎ যারা এ অপরাধগুলো করার পেছনে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যাদের দায়দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি ছিল তাদের পেছনে গিয়ে তাদের খুঁজে বের করা এবং তাদেরকে চিহ্নিত করা। তারপর অপরাধী যদি আইসিসির পক্ষ রাষ্ট্রের কেউ হয়, তবে রাষ্ট্র ঐ ব্যক্তিকে কোর্টের কাছে ট্রান্সফার করবে। এরপর অভিযুক্তকে বিচার করা হবে।

২০০০ : বাংলাদেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও তারা এটার পূর্ণ সদস্য রাষ্ট্র না। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এই চুক্তি কার্যকর করা হয়নি, এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

জিয়াউদ্দিন : বাংলাদেশ ১৯৯৯ সালে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা চুক্তিটাকে রি-কনফার্ম করেনি। একটা আন্তর্জাতিক আইনে স্বাক্ষর করার পর সেটাকে আবার কেবিনেটে রি-কনফার্ম করবে যেটাকে অনুমোদন বলা যায়। অর্থাৎ বাংলাদেশের এখনো অনুমোদন হয়নি। এটা হলে বাংলাদেশ ঐ কোর্টের একটা পক্ষ রাষ্ট্র হবে। বাংলাদেশ চুক্তিটা অনুমোদন করার পর দায়িত্ব হচ্ছে বাংলাদেশের আইনগুলো ঐ আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না সেটা প্রথমে বিবেচনা করা। এরপর যদি কোনো পরিবর্তন আনার প্রয়োজন পড়ে সেগুলো পরিবর্তন করবে। এটাকে গ্রহণ করা হলে বাংলাদেশের আইন আরো উন্নত হবে এবং আইনটাকে একটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবে। আসলে সরকার কিন্তু বলছে না আমরা অংশগ্রহণ করবো না। এ ব্যাপারে আইনমন্ত্রী যেটা বলেছেন, আমাদের চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। এবং আমরাও মনে করি একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি করতে হলে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। এই সময় নেয়ার পেছনে কিছু টেকনিক্যাল প্রশ্ন করছে সরকার। সেটা হলো আমাদের সংবিধানের সঙ্গে এটার একটা স্টাডি লাগবে। আমরা যদি এটার পক্ষ হই তাহলে কি পরিমাণ কাজ করতে হবে এটার জন্য। আমাদের কি কি আইনে পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এই হচ্ছে টেকনিক্যাল কিছু ব্যাপার। আরেকটা হচ্ছে সরকার রাজনৈতিকভাবে কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং এই সিদ্ধান্ত কতোটুকু গুরুত্ববহ

হবে সেটা মাথায় রেখে সরকার একটু সময় নিতে পারে। তৃতীয়ত আইনমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ায় শুধু বাংলাদেশই এটাতে স্বাক্ষর করেছে তাই প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর এ ব্যাপারে ভূমিকাটা কি? সে ব্যাপারগুলো নিয়েও সরকার চিন্তাভাবনা করছে।

২০০০ : এই চুক্তি গ্রহণ করলে বাংলাদেশের কোন কোন আইনে পরিবর্তন আসতে পারে?

জিয়াউদ্দিন : এই পরিবর্তন আসবে মূলত ক্রিমিনাল এবং সিভিল ল'তে। যেমন, ভিক্টিম প্রটেকশনের একটা ব্যাপার আছে ঐ আইনে। বাংলাদেশে কোনো ভিক্টিমের মামলায় যে অপরাধী তাকে ধরে বিচার করলো এবং তারপর সাজাও হলো কিন্তু ভিক্টিমের কিছু হলো না। সে দৃশ্যপট আসছে না, তার কোনো ক্ষতিপূরণ নাই। এই ধারণাগুলো তারা ঐ আইনে নিয়ে এসেছে। পুরো বিচার প্রক্রিয়ায় ভিক্টিমদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। যেমন ভিক্টিমদের পক্ষে কোর্টে আইনজীবী থাকতে পারবে। ভিক্টিম ক্ষতিপূরণ পাবে। আরেকটা কনসেপ্ট আছ সেটা হলো সাক্ষীকে তারা সুরক্ষা দেবে।

২০০০ : আমাদের প্রতিবেশী দেশ ছাড়াও বড় বড় দেশ এটা গ্রহণ করেনি। এটা কতোটা আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হবে?

জিয়াউদ্দিন : বড় দেশগুলোর মধ্যে শুধু আমেরিকা এটার বিরোধিতা করেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, পৃথিবীতে ১৮০টি দেশের মধ্যে ৯৭টি দেশ কিন্তু এটার পক্ষ রাষ্ট্র। তার মানে অর্ধেকেরও বেশি রাষ্ট্র এটার পক্ষে এসে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের সবগুলো রাষ্ট্র এটার সদস্য। এছাড়া রাশিয়া এটাতে স্বাক্ষর করেছে এবং জাপান ও চীন ধীরগতিতে এগুচ্ছে। তারাও এক সময় চলে আসবে। আমেরিকা বিরোধিতা করলেও তারা খুব ভালো করেই জানে ভবিষ্যতে এটি একটি শক্তিশালী কোর্টে পরিণত হবে। সে কারণে তারা পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সঙ্গে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করছে। চুক্তিটা হলো, তাদের কোনো নাগরিক অন্য কোনো দেশে অপরাধ করলে তারা আন্তর্জাতিক আদালতে হস্তান্তর করবে না, বরং যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করবে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পুরোটাই এটার পক্ষে এবং আইসিসির যত প্রচারণা হচ্ছে তার প্রায় সবই ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সমর্থনে হচ্ছে।

২০০০ : আইসিসির শুরুটা কিভাবে হলো এবং এর অভিভাবক বা প্রতিষ্ঠাতা কারা?

জিয়াউদ্দিন : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রথম আলোচনা শুরু হয়। এরপর তাদেরই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সব দেশকে আমন্ত্রণ করে রোমে নিয়ে যাওয়া হয় ১৯৯৮ সালে এবং ১২৯টি রাষ্ট্র মিলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটা চুক্তি করে। এই চুক্তির ভিত্তিতে কোর্টটা করা হয় এবং ৬০টি রাষ্ট্র এটাতে স্বাক্ষর করে ২০০২ সালের ১ জুলাই থেকে এর কার্যক্রম শুরু হয়। এর মধ্যে ৬৬টি দেশ এটাকে অনুমোদন করে। এরপর বিচারক, রেজিস্ট্রার, প্রসিকিউটের, ডেপুটি প্রসিকেউটের নির্বাচিত করা হয়েছে। এখন মোটামুটি ৪০০ লোক কাজ করছে হেগে অর্থাৎ আইসিসি যেখানে অবস্থিত। এভাবেই কোর্টটা শুরু হয়।

m¤cÖZ XvKvq AbôZ AvBmmm welqK ‡mwgbv‡i gj ceÜ Dc¯vcb K‡ib W. Avn‡g` wRqDwÏb (ev‡g)

২০০০ : আইসিসিতে কতোজন বিচারক আছেন এবং কোর্টের যারা প্রসিকিউটের, রেজিস্টার তারা কোন দেশের নাগরিক?

জিয়াউদ্দিন : আইসিসিতে মোট ১৮ জন বিচারক আছেন। এসব বিচারক পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নেয়া হয়েছে। যেমন : এশিয়া থেকে আছে দক্ষিণ কোরিয়ার একজন এবং সাইপ্রাসের একজন। অবশ্য সাইপ্রাসকে এশিয়ার ভেতর ধরা হয়েছে। জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী সাইপ্রাস এশিয়ার মধ্যে পড়ে। এটা কিন্তু আসল এশিয়ান হওয়া উচিত ছিল। চিফ প্রসিকিউটের হচ্ছেন আর্জেন্টাইন ল' ইয়ার মরিনহো (হার্ভার্ডের প্রফেসর অব ল'), ডেপুটি হিসেব আছেন ঘানা, বেলজিয়াম এবং ফ্রান্সের নাগরিক। ১৮ জন বিচারকের মধ্যে যিনি প্রধান তাকে বলা হয় প্রেসিডেন্ট অব দ্য কোর্ট। যিনি কানাডার নাগরিক। বিচারকদের অঞ্চলভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব থাকার কারণ হচ্ছে নির্বাচনটা ঐভাবে অঞ্চলভিত্তিক হয়েছে। কিন্তু যে ব্যাপারটায় আমাদের সচেতন থাকতে হবে সেটা হলো, এগুলো বাদ দিলে পরের যে কর্মচারী আছে সেখানে এশিয়ার একটা বিশাল ঘাটতি আছে। এই কোর্টে যেসব লোক কাজ করবে তাদের সবাই স্টেপবাদির নাগরিক তা কিন্তু নয়। আইসিসি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল বার করেছে এবং সেখানে যেকোনো দেশের ল' ইয়ার প্র্যাকটিস করতে পারবে। এমনকি সে এই বারের সদস্যও হতে পারে। সদস্য হলে যদি আইসিসিতে কোনো কেস যায়, তাহলে সে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে এবং তদন্ত কাজ থেকে শুরু করে কেস পরিচালনা করার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হবে সেটা বহন করবে আইসিসি।

২০০০ : আইসিসিতে কোনো ট্রায়াল শুরু করতে হলে কি কোর্টই শুরু করবে, নাকি কাউকে আপিল করতে হবে?

জিয়াউদ্দিন : আইসিসি তিনভাবে তাদের কাজ শুরু করবে। একটা হলো, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ বলে দিল এখানে একটা পরিস্থিতি আছে ওইটা তোমরা দেখ। তখন কিন্তু আইসিসিকে সেটা দেখতেই হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে, আইসিসির কোনো সদস্য রাষ্ট্রকে কোর্টে পাঠালো। তিন নম্বর হলো সদস্য যদি না পাঠায়, নিরাপত্তা পরিষদও পাঠালো না, কিন্তু প্রসিকিউটের মনে করলো যে এখানে একটা অপরাধ হচ্ছে যেটা উক্ত ৩টি অপরাধের মধ্যে পড়ে। তাহলে প্রসিকিউটের তদন্ত করতে পারবে তবে তার আগে তাকে কোর্টের পরামর্শ নিতে হবে। ১৮ জন বিচারক আবার ৬ জন করে ৩টা চেম্বারে বিভক্ত। এই চেম্বারগুলো হচ্ছে প্রাক-ট্রায়াল চেম্বার, ট্রায়াল চেম্বার (যেখানে বিচার করা হবে) এবং আপিল চেম্বার।

২০০০ : আপনি আইসিসির সঙ্গে কিভাবে জড়ালেন এবং কতোদিন ধরে আছেন? মূলত আপনার কাজটা কি ধরনের?

জিয়াউদ্দিন : আমি বহু বছর আগে থেকেই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ল'তে পড়াশোনা করেছি এবং একজন ল' ইয়ার হিসেবে আগে থেকে এ বিষয়ে আমার একটা আগ্রহ ছিল। কিন্তু তখন আমি এতোটা ভাবিনি যে আমাদের জীবদ্দশাতেই এরকম একটা আন্তর্জাতিক কোর্ট করা সম্ভব হবে। এটা যখন '৯৮তে চুক্তি হলো তখন থেকেই জড়িত ছিলাম এবং এরপর চুক্তিটাতে বিভিন্ন সরকার রাজি হলে শুরু হয় স্বাক্ষরতা অভিযান। মূলত এখন আমরা এশিয়ায় এ অভিযান শুরু করেছি। সে কারণে এখানে একটা এশিয়ান নেটওয়ার্ক ক্রিমিনাল কোর্ট তৈরি করা হয়েছে। আমি এই এশিয়ান নেটওয়ার্কের আহ্বায়ক। আর আমার কাজ হচ্ছে প্রতিটি এশিয়ান দেশে বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় ন্যাশনাল গ্রুপগুলোকে সংগঠিত করা। সরকার যাতে আইসিসির পক্ষে হতে পারে এবং হতে গেলে তাদের কি কি বিষয় বিবেচনা করতে হবে, পদ্ধতিটা কি আছে এবং চুক্তি অনুমোদন করলে তাদের কি কি আইন পরিবর্তন করতে হতে পারে এগুলো সরকারকে জানানো। তাছাড়া আইসিসির সঙ্গে আমাদের সরাসরি যে সম্পর্ক আছে সেটা হলো, যেহেতু কোর্টটা নতুন হয়েছে সেজন্য কোর্টকে কিভাবে এগিয়ে নেয়া যায় সে ব্যাপারে আমরা তাদের পরামর্শ দিচ্ছি।

২০০০ : আইসিসির সঙ্গে জাতিসংঘের সম্পর্কটা কি রকম?

জিয়াউদ্দিন: জাতিসংঘের সঙ্গে আইসিসির সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। কিন্তু কাজের দিক থেকে একে অপরের থেকে আলাদা। তাদের সঙ্গে দুটো সম্পর্ক আছে। একটা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক। তবে আইসিসি সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি প্রতিষ্ঠান। এছাড়া তাদের সঙ্গে Kgm‡Î m¤úK আছে।

শ্রুতিলিখন : **মারুফ রনি**